দৈনিক বাংলা

02 AUG 1993

রাজধানীর স্কুলের বাস্তব চিত্র

ছাত্রদের প্রলুব্ধ করতে কোচিং সেন্টারের চটকদার বিজ্ঞাপন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রলুব্ধ করার জন্য কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় কোন কোন পত্রিকার পাতা খুললেই। নিজেদের ঢাক এতদিন নিজেরা পেটালেও ইদানীং কেউ কেউ এই ঢাক পেটাবার কাজে কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদেরও ব্যবহার করছে।

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ বিষয়টির উল্লেখ করে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, কোমলমতি ছেলেমেয়েরা নির্বিচারে বিজ্ঞাপনের পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি একে পীর–ফকিরের কেরামতি প্রচারে 'আরোগ্য লাভকারী' রোগীর বক্তব্য হিসাবে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, পরীক্ষায় ভাল ফল করা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার। এই ভাল ফলকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা হলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত রুচিহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারো ভাল ফলের জন্য যাবতীয় কৃতিত্ব যখন বিশেষ কোন কোচিং সেন্টারকে দেয়া হয় তখন সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর যোগ্যতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

আসলে কোচিং সেন্টারগুলি কি প্রকৃতই ভাল ছাত্র গড়ে

(৭–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ছাত্রদের প্রলুব্ধ করতে কোচিং সেন্টারের চটকদার

তোলে? এ প্রশ্নের জবাবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, না। ভাল ছাত্র বা কাউকে মেধাবী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এরা নেয় না। এরা শুধু পরীক্ষা বৈতরণী পার করিয়ে দেবার আশ্বাস দেয়। এসব কোচিং সেন্টারে পাওয়া 'সাজেশন' এবং সেগুলির ওপর এখানে নিয়মিত ক্লাস করে যারা মেধাবী তারা কেউ কেউ ভাল ফল করতেও পারে। কিন্তু সাধারণ মানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র–ছাত্রীরা যে পর্যায়ের সেই পর্যায়েই রয়েছে। তারা হয়ত কোনমতে উৎরে যায়। এদের ক্ষেত্রে কোচিং সেন্টারগুলি কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারে না। তাই কোচিং সেন্টার মানেই সাফল্যের সোপান এ ধরনের বিজ্ঞাপন নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর।

এ ক্ষেত্রে আরো একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কৃতী ছাত্র বা ছাত্রীর পরিচয় তার স্কুলের নামে দেয়া হবে, না তার কোচিং সেন্টারের নামে? আবার যারা একাধিক কোচিং সেন্টারে ক্লাস করে থাকে তাদের ক্ষেত্রেই বা কি হবে?

আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোচিং সেন্টার নামক উপস্বর্গ চেপে বসার পর থেকে ছাত্র–ছাত্রীদের ওপরও চেপে বসেছে হয়রানির জগদ্দল পাথর। পরীক্ষার্থী ছেলে–মেয়েদের এখন আর বিশ্রাম নেবার অবকাশ নেই। অবকাশ নেই একটু আনন্দ করা বা অনুষ্ঠান–উৎসব করার মত সময় বের করার। সকালে স্কুল, স্কুল থেকে এসেই ছোটা কোচিং–এ, সেটা শেষ করে আরেকটি কোচিং। রাতে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে স্কুল এবং কোচিং–এর পড়া করা। যেদিন কোচিং থাকে না সেদিন সকালের জন্যও নির্ধারিত থাকে আর একটি কোচিং।

পরীক্ষায় ছেলে–মেয়েদের ভাল ফলের জন্য অভিভাবকরাও এখন মরিয়া। লেখাপড়ার প্রচন্ড চাপে ছেলে–মেয়েদের বিপর্যস্ত মানসিকতার দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি স্কুলের সামনে মেয়েকে নেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন আয়কর উপদেষ্টা এ সম্পর্কে বলেছিলেন, লক্ষ্য রেখেও কোন উপায় নেই। এখন সর্বত্র চলছে প্রতিযোগিতা। আমরা হয়ে গেছি পরিস্থিতির শিকার। স্কুলের লেখাপড়ার ওপর নির্ভর করা যায় না। কোচিং এখন একরকম বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আমরা সবসময় আশংকায় রয়েছি। আরো আশংকা পরীক্ষার পর কলেজে ভর্তি করা নিয়ে। খুব ভাল রেজাল্ট করেও বহু ছেলেমেয়ে ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারে না।

এই আশংকা থেকেই সবাই ছুটছে কোচিং সেন্টারে। এই ছোটাছুটিতে অভিভাবকরাও বিপর্যস্ত। বিশেষ করে যাদের রয়েছে মেয়ে। জিকাতলার মিসেস আশরাফ জানালেন, দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি সারাদিন দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই থাকেন। স্কুল আর কোচিং সেন্টার মিলিয়ে তাকে সারাদিন শুধু মেয়েদের আনা নেয়াই করতে হয়। সংসারের দিকে নজর দেবার মত কোন সময় তার নেই। আর রিকশা ভাড়া যে কত গুণতে হয় তার কোন হিসাব নেই।

কিন্তু কি ভবিষ্যৎ এই লেখাপড়ার? কী–ই বা ভবিষ্যৎ এই সব কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের? বহু জায়গায় কোচিং করে এসএসসিতে পাঁচটি লেটার নিয়ে স্টার পাওয়া এবং এইচএসসিতেও লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগ পাওয়া একজন ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজায় দরজায় ভর্তির জন্য মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং–এ হয়নি, মেডিক্যালে হয়নি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়নি। কি ভবিষ্যৎ এই মেয়েটির সামনে? উচ্চ শিক্ষার দরজা কি তার জন্য চিরতরে বন্ধ?